দ্য স্টেটসম্যান
বিনোদন
শনিবার ১২ মার্চ ২০১১

বিনোদনে নৃত্যলীলায় অর্ধনারীশ্বর

নৃত্যলীলায় অর্ধনারীশ্বর

ইন্দ্রাণী রায়

শিব ও শক্তি— এই দুইয়ের মিলনে যে অদ্বৈত সত্তা, তাই ভাবুকের দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে অর্ধনারীশ্বর রূপে। এর মধ্যেই মূর্ত হয়ে উঠেছে বিপরীত দ্বন্দ্বে উদ্ভাসিত পুরুষশক্তি ও স্ত্রীশক্তি সামঞ্জস্যের মিলিত রূপ অর্ধনারীশ্বর। দ্বৈত্যের মধ্যে অদ্বৈতের এই লীলার ছন্দেই প্রকাশিত এই জগৎ।

এই ভাব ও ভাবনাকে নৃত্যবৈচিত্র্যে অত্যন্ত সুন্দররূপে সুছন্দ ও সাবলীলভাবে প্রকাশ করল নৃত্যে ও পরিচালনায় প্রিয়দর্শিনী ঘোষ। নাট্যলোভা পারফরমিং আর্ট সেন্টার কলকাতা প্রযোজিত

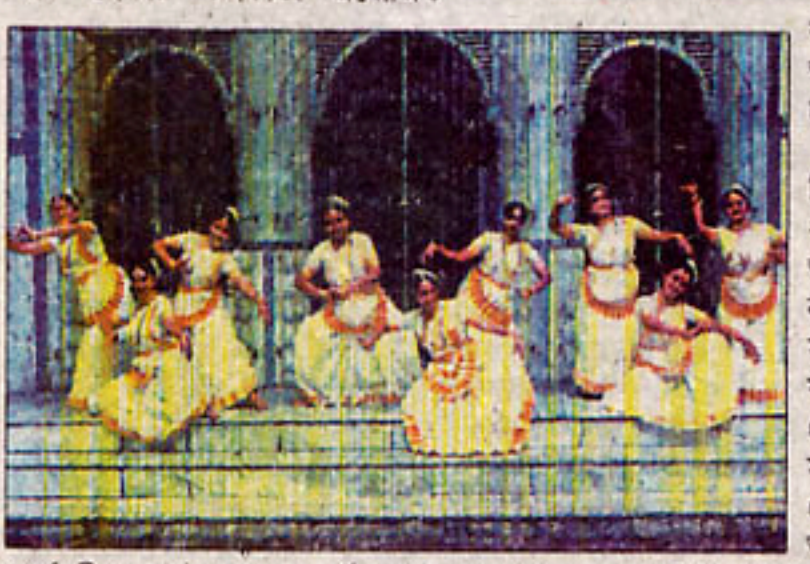

'অর্ধনারীশ্বর'-এর নৃত্যরূপ অনুষ্ঠিত হল জ্ঞানমঞ্চে গত ৩০ জানুয়ারি। প্রিয়দর্শিনীর নৃত্য পরিকল্পনার বিশেষত্ব হল দক্ষিণী ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের আঙ্গিকের সঙ্গে লোকনৃত্য ও আধুনিক দেহভঙ্গীর সুষ্ঠ সমন্বয়ে একটি অভিনব নৃত্যরূপের সৃষ্টি হয়। একদিকে যেমন ছিল কথাকলি মোহিনী আট্টম, অন্যদিকে ছৌ ও আধুনিক দেহভঙ্গীর মেলবন্ধনে এক নৃত্য-চমৎকারিত্বের প্রকাশ ঘটে।

মেয়েদের মোহিনী আট্টমের আঙ্গিকে কথাকলির কলাসম— 'তেই ধিত্তেই দি তি তেই' অথবা 'তেইয়ুম দাত্তা-তি তি'— ইত্যাদি চার মাত্রা অথবা আটমাত্রা চমক লাগায়।

কাহিনি ছিল পুরাণের এবং নাট্যশাস্ত্রের শিবপার্বতী— আখ্যানের অন্তর্গত। অনেক ধরনের নাচের কোলাজ কোথাও অসঙ্গতির আভাস মেলে না। সমবেত নৃত্যের মিলিত ছন্দে প্রিয়দর্শিনী ঘোষের সঙ্গে মোহনা আয়ার এবং কাজল হাজরা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কোনও পুরুষ নৃত্যশিল্পীর এত সুন্দর সাবলীল দেহ সঞ্চালন অনেকদিন দেখা মেলেনি। কাজল হাজরা কী শাস্ত্রীয় নাচে অথবা ছৌ আঙ্গিকে বা নব নবীকরণ ভঙ্গীতে এক সুন্দর নৃত্যরূপের সন্ধান দিয়েছেন।

সঙ্গীতে সুগায়িকা কে. গায়ত্রী এবং সিদ্ধার্থ মাংগত বিশেষ প্রশংসনীয়। সহযোগী শিল্পীরা ছিলেন— এডাঙ্গা ও চেণ্ডাতে কলামণ্ডলম গোপকুমার, মিজভূতে কলামণ্ডলম পিয়াল এবং আকাশ মল্লিক, বেহালায় এ.এস বিশাল ও কী বোর্ডে সুব্রত মুখার্জি, আলো বিশ্বনাথ মণ্ডলের। পাঠে পৌলমী বসুর আরও একটু আবেগ প্রকাশ করলে ভালো হত। আলোর কাজ অনুষ্ঠানটিকে দৃষ্টি নন্দন করেছে।